ফেডারেশন বার্তা

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of "All India Federation of Bengali Buddhists")

বর্ষ ১১, সংখ্যা ৪৩ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ নভেম্বর/ডিসেম্বর-২০২০/২৫৬৩—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

এ কথা চিরন্তন সত্য যে জগৎ পরিবর্তনশীল। জগতের সর্বকিছুই ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্তগুলি অবিরাম বহিয়া চলিতেছে সপ্তাহ, মাস, বৎসর। মানুষের জীবন এইরূপেই ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে। মহামানব বুদ্ধ সেই কথা বহু পূর্বেই আমাদের বলিয়া গিয়াছেন। সে কথা আমাদের অজানা নয়। কোন গূঢ় আলোচনা সভায় আমরা সেই কথা গভীর প্রত্যয়ের সাথে উপস্থাপিত করি। হয়তোবা বাহবাও পাই। কিন্ত বাস্তবে, নিজের জীবনের প্রেক্ষাপটে, তার প্রতিফলন দেখী কই? দৈনন্দিন জীবন চর্চায় কখনো কখনো এই সত্য নির্মমভাবে আমাদের আঘাত করে সে কথা সত্য। কদাপি আমরা ক্ষণকালের জন্য শোকভিভূতও হই বটে। কিন্ত সময়ের মসৃণ প্রলেপে আমরা সে বেদনা বিস্তৃত হই। ইহাই বাস্তব সত্য।

ব্যক্তিজীবন চর্চা আর জ্ঞানমার্গ চর্চা দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটিকে আমরা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি গজদন্তমিনারের চূড়ায় স্থাপিত কোন এক স্ফটিক নির্মিত কক্ষে। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত সেই স্ফটিক কক্ষে আমরা প্রবেশ করতে পারিনা। দৈনন্দিন জীবন চর্চাকারীর সে কক্ষে প্রবেশ নিষেধ। আমরা তাহা সহজাত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সেই কারণে কোন শিক্ষা তাহার ক্লাশের বক্তৃতামালায়, অথবা কোন স্কলার তাহার সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করার সময়ে যে মানসিকতার বশীভূত হন তাহা কেবল মাত্র তাহার মস্তিষ্কজাত, কোনমতেই তাহা তাহার হৃদয়জাত নহে। সেই কারণে নিজের ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে তাহার বলা কথার কোনো প্রতিফলন আমরা দেখিনা। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র তাহারাই যাহাদের নিকট গজদন্তমিনারের চূড়ার এই স্ফটিক নির্মিত কক্ষটির অস্তিত্ব মূল্যহীন। বর্তমানে ইহারা অতি সন্তর্পনে নিজেদের লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন।

বর্তমান সমাজ-চেতনার চালচিত্রে এক বিপুল তরঙ্গ অভিঘাত লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই অভিঘাতের ফলে সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন দৃশ্যমান হইতেছে তাহা মঙ্গলদায়ক কিনা সে কথা সঠিক ভাবে বলার সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি দেশে দীপবলী উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলো। এই উৎসবকে আমরা বাজির উৎসব বলিয়াও জানি। বাজির তান্ডবে জীবন অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে তথাপি নিরুপায় ভাবে সে তান্ডব সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। যদিও প্রশাসন যথেষ্ট সচেতন থাকে তথাপি উপলব্ধ হয় যে এই উৎসবের পেছনে সমাজের একটা প্রজ্জন্ম মদত থাকে। পরিবারের বয়স্করা ও মহিলারা যে উৎসব ও উদ্দীপনার সহিত শিশুদের সঙ্গে বাজি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বৌদ্ধধর্মে দীপাবলী বা দীপদানোৎসবের ঐতিহাসিকতা

ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে দেখলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দীপাবলীকে দীপ দানোৎসবরূপে জানা যেত। বস্তুতঃ ইহা ছিল এক বৌদ্ধ পর্বদিন। ইহার প্রাচীনতম বর্ণনা খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত 'অশোকাদান' তথা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সিংহলী বৌদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ 'মহাবংশ' পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধন (৫৯০-৬৪৭) স্বীয় নৃত্যনাটিকা 'নাগানন্দ' গ্রন্থে এ পর্বকে 'দীপপ্রতিপদোৎসব' বলে উল্লেখ করেছেন। কালক্রমে এ পর্বের বর্ণনা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে 'পদ্ম পুরাণ' তথা 'স্কন্দ পুরাণে' পাওয়া যায়। সত্যি বললে এ পদ্ম পুরাণ বা স্কন্দ পুরাণ সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচনা করা হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সিংহলী বৌদ্ধ 'অট্ঠকথা' সমূহের ভিত্তিতে রচিত 'মহাবংশ' ইতিহাসি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু ভদন্ত মহানাম স্থবির। মহাবংশ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ মহাবংশ অনুসারে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি স্বীয় পিতা রাজা শুদ্ধোদনের কাতর অনুরোধে প্রথম বারের মত আশিবন অমাবশ্যা তিথিতে কপিলবাস্তুতে এসেছিলেন। কপিলবাস্তু নগরবাসী নিজেদের প্রিয় রাজকুমার যিনি বর্তমানে বুদ্ধত্ব লাভ করে 'সম্যক সম্বুদ্ধ' হয়ে স্বীয় নগরে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তা দেখে সবাই ভাব বিভোঢ় হয়ে পড়েছিলেন। সবাই বুদ্ধের কল্যাণকারী ধর্মোপদেশে সিক্ত হয়ে তথাগতের শরণাপন্ন হলেন। অমাবশ্যার রাত্রিতে বুদ্ধকে স্বাগত জানাতে অমাবশ্যারূপী অজ্ঞানের ঘনঘোর অন্ধকারকে প্রতীপরূপী ধম্মের প্রকাশের দ্বারা নষ্ট করার জন্য সাংকেতিক উপক্রমে নগরবাসীরা সমগ্র কপিলাবাস্তু দীপ প্রজ্জ্বলন করে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু দীপ দানোৎসবকে বিধি অনুসারে প্রতিবছর উদ্‌যাপন করা ২৫৮ খৃষ্টপূর্বে প্রারম্ভ করেছিলেন যখন মহান সম্রাট দেবানম প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক (৩০৪-২২৪) স্বীয় সাম্রাজ্য যা বর্তমান ভারত ছাড়াও ভারতের বাহিরে বর্তমান কালের আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তিনি সম্পূর্ণ দেশে তৈরী করেছিলেন বুদ্ধের চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধের স্মরণে চুরাশি হাজার চৈত্য বা স্তুপ। প্রত্যেক স্তূপকে তিনি দীপ ও পুষ্পমালা দ্বারা অলংঙ্কৃত করে সেগুলো পূজা করেছিলেন। পালি 'থেরগাথা' অনুসারে তথাগত বুদ্ধ স্বীয় জীবনকালে বিরাশি হাজার উপদেশ দিয়েছিলেন। অন্য দু'হাজার উপদেশ ব্যাখ্যা স্বরূপ বুদ্ধের শিষ্যরা দিয়েছিলেন। এ প্রকারে ভদন্ত আনন্দ স্থবিরের দ্বারা সংকলিত প্রারম্ভিক ''ধম্মপিটক' যা কালান্তরে 'সুত্র' 'বিনয়' তথা 'অভিধম্মে' বিভাজন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

পোড়ানোয় অংশগ্রহণ করে তাহা এই মানসিকতাকে সমর্থনের দ্যোতক। কিন্তু আশ্চর্য্য জনক ভাবে এই বৎসরে সমাজের এই মানুষগুলিই বাজি পোড়ানোয় নিরুৎসাহ থাকিয়াছে। রাজ্য ন্যায়ালয় তথা উচ্চন্যায়ালয়ের নির্দেশ যে এই মানসিকতা গঠনে অনেকটাই সহায়তা করিয়াছে মানিয়া লইলেও এই কথা বলিতেই হয় যে জনগনের মানসিকতা সঠিক ভাবে কার্যকরী না হইলে কেবল মাত্র ন্যায়ালয়ের নির্দেশই ইহা সম্ভপর হইতনা। কিন্তু কি এমন কারণ ঘটিল যে সন্তর্পনে জনমানসে একটা বিপুল আলোড়ন ঘটিয়া গেল। শুধুমাত্র দীপাবলীর ক্ষেত্রেই যে এমন কান্ড ঘটিল তাহা কিন্তু সঠিক নহে। দুর্গোৎসবের দিনগুলোয় জনসমাগমহীন মন্ডপ দেখিয়াও এধারণা পুষ্ট হয়।

করোনা-ভীতি এর কারণ নয়তো? করোনা-ভীতি যে সমাজে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কোনো কোনো পরিবারে এমন মানুষও রহিয়াছেন যিনি দুই-তিনমাস যাবৎ বাড়ির মধ্যে একদম অন্তরীন। কোনো অজুহাতেই বাহির হইবার জো নেই। আবার কোনো কোনো বাড়িতে এমন ব্যক্তিও রহিয়াছে যিনি কারণে অকারণে বাড়ির বাইরে যাইতেছেন। তাহার স্থির বিশ্বাস যে করোনা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিবেন। কিসের ভিত্তিতে এই বিশ্বাস তা ঈশ্বরই বলিতে পারেন। এরূপ অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ এখন এ সমাজে অচল। সংক্রমনের হার বাড়া অযথা না-বাড়া কোনোটিই আর হাতে রহিলনা। ঘটনা যাহাই হউক না কেন মানুষের ভাবনার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়াই যে করোনা অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহে নাই। করোনাপূর্ব পরিস্থিতি হইতে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি যে আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহে নাই।

কেহ কেহ বলিতেছে যে এই বাজিহীন পরিস্থিতির ফলে দেশের বাজি কারিগড়েরা ভীষণ ভাবে মার খাইয়া গেল। তাহলে উপায়? বাজি কারিগড়দের বাঁচাইতে গিয়া বৃহত্তর জনগণকে তো আর বিপদের মুখে ঠেলিয়া ফেলা যায়না। সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এক সময় কম্পিউটারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলিকাতায় তীব্র আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। আন্দোলনের চাপে বেশ কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার ব্যবহার স্থগিতও ছিল। সেটা যে কত বড় ভুল ছিল নিজের ক্ষতি সম্পাদন করিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি বাজি কারিগড়দের ক্ষেত্রে সেই ভুল পুনরায় করা সমীচিন হইবেনা। সুখের কথা বর্তমান প্রশাসন অবশ্য সে পথে পা বাড়ান নি।

এখন করোনা উদ্ভুত কারণে মানুষের মধ্যে কিছু সমস্যার উদ্ভব হইতে দেখা যাইতেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ আচরণে হিংস্র হইয়া উঠিতেছে, কখনো সখনো অসামাজিক আচরণ করিতেছে, কোথাও কোথাও মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিতেছে সে কথা ঠিকই। কিন্তু এই সমস্যার মোকাবিলা করা ছাড়া আর তো গতান্তর নাই। দীর্ঘ অভ্যাসে অকস্মাৎ ছেদ পড়ায় সেই সমস্যার উদ্ভব। শুধু হা-হুতাশে কোন লাভ হইবেনা।

বিগত মার্চ মাসের আগে পর্যন্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দৃষ্টিভঙ্গী একরূপ ছিল আর মার্চ পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই সময় অফিস কাছাড়িতে উপস্থিতির উপর জোর দেওয়া হইত, উপস্থিতি নিশ্চিন্ত করিতে নানা প্রকার আইন চালু ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপস্থিতি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গৌণ হইয়া দাঁড়াইল। কাজটাই আসল সে উপস্থিত হইয়া হোক বা উপস্থিত না হইয়া হোক। দপ্তরে দপ্তরে ক্রমশ ই-প্রশাসন চালু হইতেছে, অনলাইন কাজকর্মে মানুষজন অভ্যস্ত হইতেছে, স্কুল কলেজে অন-লাইন ক্লাশ হইতেছে, ব্যাঙ্কিং-এ ক্ষেত্রে অন-লাইন ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। রাতারাতি আমরা এক পরবর্তিত বিশ্বে উপস্থিত হইয়াছি। এত তাড়াতাড়ি এই আমূল পরিবর্তন যে করোনার কারণেই সেবিষয় সন্দেহের কোন অবকাশই নাই। কাজেই করোনাকে আপাতদৃষ্টিতে যতোই শত্রু ভাবি না কেন আসলে যে সে আমাদের পরম উপকার সাধন করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বুদ্ধ-দর্শন অনুরাগীদের নিকট ইহা কোন সঙ্কট নয়। কারণ তারা বিশ্বাস করে জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমান ক্ষণস্থায়ী সময়ের দোলাচলে তারা স্থির থাকিবার অভ্যাসে রপ্ত। যারা এই ভাবনায় জড়িত নয় সমস্যা তাদের নিয়ে। সুন্দর উন্নততর পৃথিবী গঠন তাদেরই হাতে। শীতকালের মৌসুমী ফুলের শোভা দেখিয়া আমরা মোহিত হই। কিন্তু এই ফুলের বাহার উপস্থাপন করা সহজ নয়। সময়ে এই ফুলের বীজ বপন করিতে হয়। পরিমান মতো জল আর সার প্রয়োগ করিতে হয়। তাহলেই মরসুমে তার বাহার খোলে। পৃথিবীর বপনও সময়ে করিতে হইবে।

আসুন আমরা করোনা-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে নূতন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখী, নূতন বিশ্বের নির্মাণে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বৌদ্ধধর্মে দীপাবলী ১ম পাতার পর

হয়ে সংখ্যায় চুরাশি হাজার উপদেশ সম্বলিত ত্রিপিটক হয়েছে। সম্রাট অশোক এ চুরাশি হাজার বুদ্ধবচনের প্রতীকরূপে চুরাশি হাজার বিহার, স্তূপ এবং চৈত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। পাটলিপুত্রের 'অশোকরাম' তিনি স্বীয় নির্দেশনায় তৈরী করিয়েছিলেন। এ ঐতিহাসিক তথ্যের পুষ্টি 'দিব্যাবদান' গ্রন্থের উপগ্রন্থ 'অশোকবদান' নামক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। যা মথুরার ভিক্ষুগণ দ্বারা দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল। এবং এ গ্রন্থ তৃতীয় শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪) চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মধ্যকালের পুরোভাগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সাথে এ বৌদ্ধ পর্বের মূল তথ্যের স্থানে অনেক নবীন কাল্পনিক কথা ও কাহিনী জুড়ে দিয়ে হিন্দুধর্মে সম্মিলিত করে দিয়েছে। এবং তারা শীঘ্রই এ দীপদানোৎসব দীপাবলী বা দেওয়ালী উৎসব বানিয়ে দিয়েছে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. Elders Verses, Translation of Theragatha by K. R. Norman, Pali Text Society, Oxford, 1995, verse 1022.

২. 'Ashoka and the Buddha Relics'-T.W. Rhys Davids (1901), Journal of the Royal Asistic Society, Cambridge University Press, Uk, pp-397-410.

৩. The Legend of King Asoka : A study and Translation of the 'Ashokavadana' by John S. Strong (1989), Motilal Banarsidass, New Delhi.

৪. 'The Relics of the Buddha' by John S. Strong (2004), Motilal Banarsidass, New Delhi, page-136

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

জাতক কাহিনী সংখ্যা—

চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক

শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্তী জীবকের আম্রবনে অবস্থান কালে স্থবির চুল্লপন্থক সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। মহাপন্থক এবং চুল্লপন্থক ছিলেন দুই ভাই। তারা রাজগৃহের বিভবশালী মাতুলালয়ে বসবাস করত। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহাপন্থক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি যত্নসহকারে বহু বুদ্ধবচন শিক্ষা করে যথাকালে উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ অর্হত্ব লাভ করেন। মহাপন্থক ধ্যানসুখ ও মার্গসুখ অনুভব করে চিন্তা করলেন চুল্লপন্থককে এই সুখের স্বাদ দিতে হবে। দাদা নির্দেশে চুল্লপন্থক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু চুল্লপন্থক জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় চার মাসে একটি মাত্র গাথা কণ্ঠস্থ করতে পারল না। মহাপন্থক খুবই কষ্ট পেল। দুঃখে রাগে চুল্লপন্থককে বাড়ি ফিরে যেতে বলল। শাস্তার কিছুই অজানা রইল না। তিনি চুল্লপন্থককে জড়বুদ্ধি থেকে মুক্তি দিলেন অলৌকিক ধম্মজ্ঞান দানের মাধ্যমে। এরপর শাস্তা চুল্লপন্থকের অতীত কাহিনী বর্ণনা করলেন।

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্ঠিপদে নিযুক্ত হয়ে তিনি "চুল্লশ্রেষ্ঠি" উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন অতিশয় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান এবং নিমিত্ত (লক্ষণ) দেখে শুভাশুভ ফল বিচার করতে পারতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাবার পথে একটি মৃত ইঁদুর দেখে তৎকালীন আকাশে গ্রহণ ও নক্ষত্রর অবস্থান অনুযায়ী গণনা করে বলেন—যদি কোন সদ্‌বংশীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মৃত ইঁদুরটা তুলে নিয়ে যায় তবে সে ব্যবসার দ্বারা সুষ্ঠভাবে পরিবার পোষণে সমর্থ হবে।

ঐ সময় এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই বোধিসত্তের কথা বিশ্বাস করে সেই ইঁদুরটা তুলে নিয়ে যাবার পথে এক দোকানদারের সাথে তার দেখা হলো। দোকানদার তার পোষা বিড়ালটা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে সেই ইঁদুর এক কাকিলিক (সেই সময় প্রচলিত তাম্রমুদ্রা। যার মূল্য ২০ কর্পদ্দক) কিনে নিলেন।

যুবক ঐ পয়সা দিয়ে গুড় কিনল এবং এক কলসী জল নিয়ে যে পথ দিয়ে মালাকারেরা পুষ্পচয়ন করে ফেরে সেই পথে গিয়ে বসল। অনন্তর মালাকারেরা যখন পুষ্পচয়ন করে ক্লান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হল, সেখানে তাদের প্রত্যেককে একটু একটু গুড় ও এক ওড়ং (পালি উলুঙ্ক—সংস্কৃত উলুঙ্ক) জল খেতে দিল। প্রতিদানে মালাকারেরা তাকে একমুঠো করে ফুল দিল। চুলুসেঠ্‌টী সেই ফুল বেচে এবং এক কাহন মুদ্রা সঞ্চয় করল।

আর একদিন সে ঝড়বৃষ্টির পর রাজার উদ্যান পরিস্কার করে যেসব কাঠ ও শকুনো ডালপালা জমেছিল সেগুলো পাড়ার ছেলেদের সাথে নিয়ে পরিস্কার করে এক কুম্ভকারের কাছে বিক্রী করল। সেদিন কুম্ভকারের কাঠের অনটন হয়েছিল। সে হাঁড়ি-কলসী পোড়াবার জন্য শুকনো কাঠের সন্ধানে বেরিয়েছিল। চুল্লপন্থকের কাছে ডালপালা দেখে সে নগদ ষোল কাহন দিয়ে সমস্ত কাঠগুলো কিনে নিল। এইভাবে তার চব্বিশ কাহন মুদ্রা মজুত হলো।

সেই সময় বরাণসীতে পঁচিশ জন তৃণহারক (ঘেসেড়া) ছিল। তারা প্রতিদিন ঘাস আনতে নগরের বাহিরে যেত। যুবক নগরের দ্বারে বড় বড় কলসীতে জল ভরে রাখত এবং ঘেসেড়াদের পিপাসার সময়ে জল দিত। একসময়ে যুবকের জলপথ বণিক ও স্থলপথ বণিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। সে তাদের মাধ্যমে জানতে পারল যে একজন অশ্ববিক্রেতা পাঁচশত ঘোড়া নিয়ে শহরে আসছেন। যুবক ঘেসেড়েদের সহায়তায় ও নিজবুদ্ধি বলে তাদের কাছে ঘাস বিক্রি করে হাজার কাহন মূল্য সঞ্চয় করল।

এইভাবে আর একদিন সে জলপথ বণিক ও স্থলপথ বণিকদের কাছে জানতে পারল যে বন্দরে একখানা বড় জাহাজে মাল এসেছে। সে কালবিলম্ব না করে সেখানে উপস্থিত হোলো এবং এবারেও সে স্বীয় বুদ্ধিবলে দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ করে বারাণসীতে ফিরে এল।

অতঃপর সে বারাণসীতে ফিরে এসে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এক লক্ষ মুদ্রা নিয়ে বোধিসত্ত্বের সাথে দেখা করতে গেল। বোধিসত্ত্ব তার বুদ্ধি, সাহস ও কর্মক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তাকে নিজকন্যার সাথে বিবাহ দিলেন। বোধিসত্ত্বের অন্য কোন সন্তান ছিল না। তাই যুবক তাঁর সমস্ত সম্পদের অধিকারী হল এবং বোধিসত্ত্ব নিজ কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করে লোকন্তর গমন করলে সে বারাণসীর মহাশ্রেষ্ঠীর পদ লাভ করল।

কথাবসানে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ এই গাথা পাঠে করলেনঃ—

"লয়ে অল্প মূলধন প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ জন; লইয়া স্ফুলিঙ্গমাত্র, ফুৎকারে পোষণ করি, করে লোক মহাগ্নি সৃজন।"

সমবধান—তখন চুল্লপন্থক ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠির শিষ্য এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন চুল্লমহাশ্রেষ্ঠি।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে "কথাসরিৎসাগর" এও এইরূপ একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ

All India Federation of Bengali Buddhists -এর উদ্যোগে আয়োজিত হল অনলাইন আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (WEBINAR)

বিগত ২২শে নভেম্বর ২০২০ All India Federation of Bengali Buddhists এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়েছিল একটি অনলাইন আলোচনা সভা। "বুদ্ধের শিক্ষার আলোয়ে আলোকিত জীবন" শীর্ষক এই আলোচনাটি সন্ধ্যা ৬টায় উপস্থাপিত হয় Google Meet প্লাটফর্মে। নবীন এবং প্রবীন মোট দশজন এই সভায় বক্তব্য রাখেন। বক্তারা ছিলেন যথাক্রমে রীতা বড়ুয়া, সেঁজুতি বড়ুয়া, অনুপ বড়ুয়া, তৃষা বড়ুয়া, শ্রীপর্ণা বড়ুয়া, দেবলীনা সেন, সংগীতা বড়ুয়া, সত্যজিৎ বড়ুয়া, বন্দনা শীল ভট্টাচার্য এবং রাহুল বড়ুয়া। বক্তারা নিজেদের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষার উপলব্ধি এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। বিশেষত নবীন প্রজন্মের বক্তাদের বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা শ্রোতামন্ডলীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া'র উপস্থাপনা সমগ্র অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় যাতে তনুশ্রী বড়ুয়া'র সংগীত এবং সাধনা বড়ুয়া'র আবৃত্তি সকলের প্রশংসা লাভ করে। ধন্যবাদ প্রদান পর্বে শ্রী অভিষেক ঘাঁটি'র আবেগমিশ্রিত বক্তব্য উপস্থিত সকলের মনকে স্পর্শ করে যায়।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন

পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ পুরাতত্ত্বক্ষেত্র

রাহুল বড়ুয়া

ত্রিপিটকের সংযুক্তি নিকায়ে উল্লেখ আছে বুদ্ধ বঙ্গের শেতক নগরে কিছুদিন অবস্থা করেছিলেন। 'বোধিসত্ত্ব কল্পলতা' গ্রন্থেও বলা হয়েছে বুদ্ধ পুন্ড্রবর্ধনে ছয় মাস অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত পরিভ্রমণে আসেন ৬২৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন আনুমানিক ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি উল্লেখ করেছেন যে বুদ্ধ তিনমাস পুন্ড্রবর্ধনে এবং সমতট ও কর্ণসুবর্ণে সাতদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি লিখেছেন বুদ্ধ যেসব নগরে অবস্থান করেছিলেন সেই সকল স্থানে অশোক স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ্, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে অশোক নির্মিত স্তূপ দেখেছিলেন। সাঁচীর তোরণে ধর্মদত্ত ও ঋষিনন্দনা নামে দুইজন পুন্ড্রবর্ধনের অধিবাসীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা সাঁচীর তোরণ ও বেষ্টনী নির্মাণের জন্য কিছু ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যায় বুদ্ধের সমকালীন সময়েই বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ফা-হিয়েন বঙ্গে আসেন খৃষ্টীয় ৫ম শতকে। তিনি তাম্রলিপ্ততে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তর বিহারে প্রায় দুই বছর অতিবাহিত করেন। সুতরাং অনুমান করা যায় এই সময়েও বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু সপ্তম শতকে যখন হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন তখন ঐদেশে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ মীয়মান হয়ে পড়েছিল। বঙ্গেও তার প্রভাব পড়েছিল। কারণ তিনি সেই সময় তাম্রলিপ্তিতে মাত্র দশটি বিহার দেখেছিলেন। যদিও তার পরবর্তী সময়ে পাল যুগে বঙ্গে আবার বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। কিন্তু পাল রাজত্বের অবসান হলে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে বঙ্গে। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে বঙ্গের বিশাল বিশাল বৌদ্ধবিহার, স্থাপত্য, সৌধগুলি প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়—যেগুলি ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আজ ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র কয়েকটি বৌদ্ধবিহার ও স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। খুব স্বল্প পরিসরে সেগুলির আলোচনা করা হল।

১।। **কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা বিহার ঃ** হিউয়েন সাঙ্ তাঁর বিবরণে কর্ণসুবর্ণকে 'কীত্র-লো-ন-সু-ফা-লা-না' এবং রক্তমৃত্তিকাকে 'লো-টো-উই(বী)-চী' কিম্বা 'লো-টো-মো-চী' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি রক্তমৃত্তিকা বিহারে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এখানকার অধিবাসীদের খুব প্রশংসা করেছেন তিনি। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এই বিহারের সভাটি ছিল সুপ্রদাস্থ ও আলোকময়। বরুজ ও চূড়া ছিল সুউচ্চ। বিহারের কাছে সম্রাট অশোক নির্মিত একটি স্তূপ ছিল। তথাগত এখানে সাতদিন অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। স্তূপের পাশে ছিল আরোও একটি বিহার। বলাই বাহুল্য অশোক নির্মিত এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে মুর্শিদাবাদ জেলার যদুপুর গ্রামের রাজবাড়িডাঙ্গা ঢিপি খননের ফলে লেখযুক্ত পোড়া মাটির সীল পাওয়া গেছে। দুপাশে হরিণ ও বেদীর উপর ডিম্বাকৃতি ধর্মচক্র। নীচে দুই ছত্রে লেখা আছে— '১।। শ্রীরক্তমৃত্তিক-মহাবৈহা— ২।। রিকার্য ভিক্ষুসংঘস্য।' মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এই বিহারটিকে প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা বিহার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রত্নস্থল আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

২।। **চন্দ্রকেতুগড় ঃ** উত্তর চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপায় এই প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। ১৯০৭ সালে এই প্রত্নক্ষেত্রটি পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। এর পরে নানা সময়ে নানা পণ্ডিত-গবেষকদের আগমন ঘটলেও এই ক্ষেত্রটির খননকার্য শুরু হয় কলকালতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালে। খনন কার্য চলে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত। খনন কার্যের ফলে মৌর্য পূর্ববর্তী সময়কাল শুঙ্গ-কুষাণ যুগ পেরিয়ে পাল-সেনযুগের পোড়ামাটির তৈরী হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। পোড়া মাটির ফলকে পাওয়া গেছে জাতকের বিভিন্ন কাহিনীর চিত্রাবলী। পাওয়া গেছে বুদ্ধমূর্তি বৌদ্ধ সংস্কৃতির চিহ্ন ও উৎসর্গ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এছাড়া যক্ষ-যক্ষীর মূর্তি, নারী মূর্তি, বিভিন্ন ধরনের মাটির বাসনপত্র, খেলনা পুঁতি প্রভৃতি পাওয়া গেছে একমাত্র খনী-মিহির ঢিপি ছাড়া অন্যান্য ঢিপিগুলি সেভাবে খনন করা হয়নি। বর্তমানে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চরম অবহেলায় এই প্রত্নক্ষেত্রটি বিলুপ্তর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

৩।। **নন্দদীর্ঘিকা বিহার ঃ** মালদার জগজীবনপুরের এই বিহারটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে ডঃ অমল রায়ের তত্ত্বাবধানে এই প্রত্নক্ষেত্রটির উৎখনন কার্য হয়। মাটির নীচ থেকে একটি তাম্রপত্র আবিষ্কৃত হয়। তাম্রপত্রের উভয় দিকে ৪০টি ও ৩২টি পংক্তি আছে। এটি সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধমাতৃকা লিপিতে লেখা। এই লিপিতে পাল রাজবংশের তালিকাসহ এই বংশের ৪র্থ শাসক রাজা মহেন্দ্র পালের নাম পাওয়া যায়। জানা যায় তিনি সেনাপতি বজ্রদেবকে এই স্থানটি প্রদান করেছিলেন বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য বজ্রদেব বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ, প্রজ্ঞাপারমিতা ও দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৪।। **মোগলমারীর বৌদ্ধ বিহার ঃ** পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে মোগলমারীতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারটি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহীদের কাছে অতি সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বেশী আলোকিত বিষয়। ২০০৩-০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে বিভাগীয় প্রধান ডঃ অশোক দত্তের তত্ত্বাবধানে মোগলমারীর সখীসোনা ঢিপিতে খননের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন সময়ে খননকার্যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সেখান থেকে একটি সীল উদ্ধার হয় যেখানে লেখা আছে 'শ্রীবন্দক মহাবিহারীয় আর্য ভিক্ষু সংঘ'। মনে করা হয় এই বিহারের নাম ছিল শ্রীবন্দক মহাবিহার। প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া গেছে বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি, স্টাকো নির্মিত মূর্তি, নানা ধরনের কারুকার্যমন্ডিত ইঁট, দেওয়ালের গায়ে স্টাকের অলঙ্করণ ও মূর্তি, পোড়া মাটির পাত্রের ভগ্নাংশ, বিভিন্ন ধরনের পুঁতি, মাটির প্রদীপ ইত্যাদি। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে উৎখননে একটি ট্রেঞ্চ থেকে ব্রোঞ্জ ও মিশ্রধাতু নির্মিত ২৫টি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এখানকার খননের কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

৫।। **ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ ঃ** ১৯৭১ সালে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে খনন করে বর্ধমান জেলার ভরতপুরের এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। স্তূপটির নির্মাণকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতক বলে অনুমান করা হয়। এই স্তূপটি হল রাঢ় অঞ্চলে আবিষ্কৃত একমাত্র স্তূপ। স্তূপটির বৈশিষ্ট্য হল এটি পঞ্চরথাকৃতি। এই স্তূপ নির্মাণে দুই রকমের আয়তন বিশিষ্ট ইটের ব্যবহার দেখা যায়। অনুমান করা হয় ভিন্ন কোন প্রাচীন সৌধ থেকে সংগৃহীত ইট এই স্তূপের নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। স্তূপের ছয়টি কলুঙ্গিতে পাঁচটি ভিন্ন আয়তনের বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। সব মূর্তিগুলিই ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বজ্রাসনে উপবিষ্ট। এখানে মোট ১১টি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে যার মধ্যে দুটি ভগ্ন। বর্তমানে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। উল্লেখ্য করা যেতে পারে ২০০৬ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর থানার ধোসা গ্রামে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত ধ্বংসবশেষটি একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা হয়। একসময় এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বৌদ্ধ প্রভাবিত ছিল বলে মনে করা হয়। ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে ব্রাহ্মীলিপি খোদিত ইঁট, টেরাকোটা নির্মিত গুপ্তযুগের একটি

বুদ্ধমস্তক, ইঁটের উপর উৎকীর্ণ একটি নারীমূর্তি এবং 'নিবীতস্য' লেখযুক্ত গুপ্তযুগের একটি ইঁট। ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী লিপি উৎকীর্ণ একটি গোলাকার সীল পাওয়া গেছে এখান থেকে। এছাড়া মসৃণ মৃৎপাত্র, পুঁতি ও ধাতব মুদ্রাও পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রগুলির ভিতরের অংশের রঙ কালো এবং বাইরের অংশের রঙ লাল। অনুমান করা হয় এই মৃৎপাত্রগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহার্য ভিক্ষাপাত্র।

মুর্শিদাবাদে আরও একটি প্রত্নক্ষেত্র আছে পাঁচথুপিতে। পালিভাষায় স্তূপকে থুপ বলা হয়। জনশ্রুতি আছে সেখানে পাঁচটি বিশাল বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। তাই স্থানটির নাম হয়েছে পাঁচথুরিপ। বিশাল ঢিপির নীচে বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেখানে কিছু কিছু বসতি গড়ে ওঠায় ঐ ঢিপির খননকার্য করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। বারকোনার দেউলও একটি প্রত্নক্ষেত্র। স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট কে. এন. দীক্ষিত বারকোনার ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেছিলেন। বারকোনাতে পুরাতত্ত্ব বিভাগের ফলক লাগানো হলেও এখনও কোন খননকার্য হয়নি। এর কাছেই আছে দুটি জনপদ মুনিয়াডিহি এবং বালুট। জনশ্রুতি মুনিয়াডিহিতে ছিল বৌদ্ধমুনিদের অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুদের বসত। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনেও বারকোনা ও বালুটের নাম পাওয়া যায়।

একসময় বঙ্গে হাজার হাজার বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার ও বৌদ্ধ স্মারকের অস্তিত্ব ছিল। কালের নিয়মে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের আক্রমনের কবলে পড়ে তার বেশীর ভাগই আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবুও মুষ্টিমেয় যেগুলি আজও সুউচ্চ ঢিপির মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় অনাদরে পড়ে আছে আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় সেগুলি কোনদিন লোকচক্ষুর সামনে উন্মোচিত হবে কিনা তার উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ভাবীকালের গহ্বরে।.

পটারি রোড বুদ্ধ বিহারে উদ্‌যাপিত হল ধর্মচক্র প্রবর্তন দিবস

বিগত ১৪ই অক্টোবর ২০২০ বৌদ্ধ মহামিলন সঙ্ঘ এবং All India Federation of Bengali Buddhists যৌথভাবে পটারি রোড বুদ্ধ বিহারে উদ্‌যাপন করলো "ধর্মচক্র প্রবর্তন দিবস" তথা ঐতিহাসিক সদ্ধম্মে প্রত্যাবর্তন যাত্রা দিবস। ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর বোধিসত্ত্ব বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর পাঁচলক্ষ অনুগামীসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন সমগ্র ভারতকে বৌদ্ধময করে তুলতে হবে। তাঁর সেই অনুজ্ঞা শিরোধার্য করে "বৌদ্ধ মহামিলন সঙ্ঘ" প্রতিবছরের মতো এই সঙ্কটময় বছরেও 'করোনা' বিধি মেনে বেশ কিছু মানুষকে সদ্ধম্মে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এই অনুষ্ঠানে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির আগ্রহী মানুষদের ধম্মদীক্ষা দান করেন। তিনি সকলকে শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং সমাধির প্রাথমিক অভ্যাস "আনাপানা' ভাবনা অনুশীলন করান। অতঃপর শ্রমণ বিনয় রক্ষিত (অরুণ বড়ুয়া), সচিব বৌদ্ধ মহামিলন সঙ্ঘ নবদীক্ষিতদের বাবাসাহেব নির্দেশিত শপথ পাঠ করান। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে All India Federation of Bengali Buddhists এর সাধারণ সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার প্রকাশনা ফান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

"তপশিলী উপজাতি"—'মঘ' (Scheduled Tribe-'MAGH') শংসাপত্র আবেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ

নবারুণ বড়ুয়া

আশা করি 'ফেডারেশন বার্তা'র ৪০ নং সংখ্যার, (নভেম্বর-২০১৯) "শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু (বৌদ্ধ) ছাত্র ও ছাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা" প্রতিবেদনটি ফেডারেশন বার্তার নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছে। এই আশা নিয়ে এইবারের 'তপশিলী উপজাতি' অথবা 'তপশিলী জনজাতি' (Scheduled Tribe) সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি লেখার উৎসাহ পেয়েছি। এই প্রতিবেদনে প্রধানত তপশিলী উপজাতি (S.T.) শংসাপত্র (Certificate) পাওয়ার ক্ষেত্রে 'যোগ্যতা', 'আবেদন পদ্ধতি', 'প্রয়োজনীয় কাগজপত্র' এবং 'সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত পদ্ধতি' প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে লেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে জানাই যে, তপশিলী উপজাতি (S.T.) শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদনে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 'মঘ' (Magh) উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বিষয়টি বিবেচনার মাধ্যমে তথ্যাকারে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি যে 'তপশিলী উপজাতি' (S.T.) শংসাপত্রের জন্য আবেদনকারী যেকোনো ধর্মের মানুষই হতে পারে কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে 'তপশীলি জাতি' (Scheduled Caste) শংসাপত্র আবেদনকারী হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়া বাধ্যতামূলক।

মূল বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জেনে রাখা দরকার। সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৪২ ধারা অনুসারে রচিত "The Scheduled Castes and Tribes Orders (Amendment) Act, 1976-এর দ্বিতীয় তালিকার (Second Schedule), ১৬নং পার্টের ২৫নং ক্রমিক সাংখ্যায় 'মঘ' (Magh) সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের 'উপজাতি' রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। এইবার মূল বিষয়ে আলোকপাত করি।

যোগ্যতা ঃ 'তপশিলী উপজাতি' শংসাপত্রের আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ার সঙ্গে 'মঘ' উপজাতিভুক্ত হতে হবে। এই 'মঘ' উপজাতিভুক্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাধারণত কয়েকটি 'পদবি (Surname)'-তে আমাদের বৌদ্ধ সমাজে পরিচিত, যথা— বড়ুয়া, চৌধুরী, মুৎসুদ্দি, তালুকদার, সিংহ ও রাজবংশী প্রভৃতি। ভারত সরকারের সারা দেশে বলবৎযোগ্য আদেশানুসারে একজন তপশিলী উপজাতিভুক্ত ব্যক্তি অন্য রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত হলে, সেই ব্যক্তি যে রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত হলেন সেই রাজ্যে তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য দাবী করতে পারেন। কিন্তু যে রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছেন সেখানে সেই দাবী করতে পারেন না। ১৯৫০ সালের পর যে ব্যক্তি ভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে, সেই ব্যক্তি 'যে' উপজাতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা পশ্চিমবঙ্গে তপশিলী উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি হলেও রাজ্য সরকারের প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।

কোনো পুরুষ/মহিলা জন্মসূত্রে তপশিলী উপজাতিভুক্ত নন কিন্তু যদি তিনি তপশিলী উপজাতি মহিলা/পুরুষকে বিবাহ করেন তবে তাঁকে তপশিলী উপজাতি হিসাবে গণ্য করা হবে না। অনুরূপভাবে, যদি তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এমন কোন ব্যক্তি তপশিলী উপজাতিভুক্ত নন এমন কাউকে বিবাহ করেন তবে তিনি পূর্বের মতই তপশিলী উপজাতি হিসাবেই গণ্য থাকবেন। এছাড়া তপশিলী উপজাতি ব্যক্তি যেকোনো ধর্মাবলম্বী হতে পারেন।

আবেদন পদ্ধতি ঃ শংসাপত্রের জন্য দরখাস্ত অন-লাইন (Online)-এর মাধ্যমে www.castecertificatewb.gov.in এই ওয়েবসাইটের সাহায্যে করা যাবে। অনলাইনে পূরণ করা দরখাস্তটি আবেদনকারীকে ডাউনলোড করে ৬০ দিনের মধ্যে যথার্থভাবে স্বাক্ষর করে নিজ দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমেত জমা করতে হবে। অনলাইন পূরণ করা দরখাস্তটি ৬০ দিনের মধ্যে জমা না করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ একটি মাত্র শর্ত প্রমাণের জন্য একাধিক নথিপত্র দাবী করে থাকেন। নথিপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কোন বিভ্রান্ত দূর করতে এটা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শর্তের প্রমাণের স্বপক্ষে প্রতিটি বিষয়ে জন্য যেকোনো একটিই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।

(ক) **নাগরিকত্বের জন্য ঃ** আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। প্রমাণ স্বরূপে যেকোনো একটি প্রয়োজন—

১. নাগরিকত্বের শংসাপত্র।
২. আবেদনকারীর নিজের বা তাঁর পিতা-মাতার নির্বাচনী পরিচয় পত্র।
৩. আবেদনকারীর নিজের বা তাঁর পিতা-মাতা'র প্রত্যয়িত ভোটার তালিকা।
৪. নিজের অথবা পিতা-মাতা'র প্যানকার্ড।
৫. নিজের অথবা পিতা-মাতা'র আধার কার্ড।
৬. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জন্মের শংসাপত্র।
৭. পিতা বা মাতার জাতি শংসাপত্র।
৮. নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যেকোন সরকারি নথি।

(খ) **স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ঃ** আবেদনকারী অথবা আবেদনকারীর পূর্ব পুরুষদের ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। প্রমাণ স্বরূপে যেকোনো একটি প্রয়োজন।

১. জমি সংক্রান্ত দলিল অথবা জমির খাজনার রসিদ।
২. ভোটার তালিকা যার ভিত্তিতে প্রমাণ হয় যে ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা।
৩. জন্মের শংসাপত্র যার ভিত্তিতে প্রমাণ হয় যে ১৯৫০ সাল থেকে স্থায়ী বাসিন্দা।
৪. রেশন কার্ড যার ভিত্তিতে প্রমাণ হয় যে ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা।
৫. পিতা অথবা মাতা'র জাতিগত শংসাপত্র।
৬. ১৯৫০ সাল থেকে বসবাসের প্রমাণের জন্য যেকোন সরকারী নথিপত্র।

(গ) **'স্থানীয়' বাসস্থানের জন্য ঃ** আবেদনকারীকে বর্তমান ঠিকানায় সাধারণ বাসিন্দা হতে হবে। প্রমাণস্বরূপে যেকোন একটি প্রয়োজন।

১. জমির দলিল অথবা জমির খাজনার রসিদ।
২. আবেদনকারীর নিজের অথবা পিতা-মাতা'র নির্বাচনের পরিচয়পত্র।
৩. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে শংসাপত্র।
৪. পিতা অথবা মাতার জাতিগত শংসাপত্র।
৫. জন্ম শংসাপত্র।
৬. রেশন কার্ড।
৭. বাড়ি ভাড়ার রসিদ।
৮. জাতীয় ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, ডাকঘর বা সমবায় ব্যাঙ্কের পাশ বই।

(ঘ) **জাতিগত পরিচিতি ঃ** আবেদনকারীকে তপশিলী উপজাতি শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজ।

১. পিতৃকূলের রক্তের সম্পর্কিত কারও জাতিগত শংসাপত্র এবং সেই সম্পর্কের প্রমাণ।
২. জমির পুরনো দলিলের প্রতিলিপি (১৯৫০ সালের পূর্বে) যাতে গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ থাকবে।
৩. যেকোন সরকারি নথি যাতে জাতিগত পরিচিত প্রমাণিত হয়।

(ঙ) **পরিচিতির জন্য ঃ** আবেদনকারীর পরিচিতির জন্য যেকোন একটি প্রমাণস্বরূপ কাগজ প্রয়োজন।

১. পরীক্ষার প্রবেশ পত্র।
২. ভোটারের পরিচয় পত্র।
৩. প্যান কার্ড।
৪. আধার কার্ড।
৫. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের থেকে জন্মের শংসাপত্র।
৬. শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকারীর দেওয়া পরিচয় পত্র।
৭. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বই।
৮. দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তির কার্ড।
৯. যেকোন সরকারি নথি যা দ্বারা পরিচিতি প্রমাণিত হয়।

বিঃদ্রঃ— উপরে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার সময় অবশ্যই মূল নথির জেরক্স গেজেটেড অফিসার অথবা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার সিল ও স্বাক্ষর সহিত জমা দিতে হবে।

এটা উল্লেখ্য যে, একজন আবেদনকারী তাঁর দাবীর স্বপক্ষে কোন রকম নথিপত্র সমন্বিত প্রমাণ ছাড়াও আবেদন করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতিগত শংসাপত্র, বাসস্থান এবং নাগরিকত্বের নথিপত্রের প্রমাণের অভাবে কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের শংসাপত্র, স্থানীয় পৌরসভার পুরপিতার শংসাপত্র এবং কলকাতার ক্ষেত্রে জেলা উন্নয়ন আধিকারিকের শংসাপত্র এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় অনুসন্ধানের প্রতিবেদন যথাযথ বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বিধায়ক অথবা সাংসদের শংসাপত্রও বিবেচ্য।

সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত পদ্ধতি ঃ প্রায়শই শোনা যায় যে তপশিলী উপজাতি (S.T.) শংসাপত্র আবেদন করার পর থেকে আবেদনকারীদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যার মধ্যে প্রধানত কাগজপত্র সম্বলিত সমস্যাই দেখা যায়। প্রত্যেক আবেদনকারী সমস্যার মধ্যেই ভিন্নতা আছে যা একটি মাত্র সমাধানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই তপশিলী উপজাতি ('মঘ') শংসাপত্র সংক্রান্ত কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে 'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'-এর (All India Federation of Bengali Buddhists), কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ—

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড),
কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট
কলকাতা-১৫

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- 5′5″, যোগাযোগ : 9836548282।

২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৪। **পাত্র :** Class X, বেসরকারী সংস্থায় চাকুরে, উচ্চতা- , বয়স-২৯, যোগাযোগ : 8420610907 / 7980185194.

৫। **পাত্রী :** বয়স ২৭, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৬। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- , ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৭। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

৮। **পাত্রী :** B.Tech, Officer Bank of Baroda, Height : , 28 yrs, Sodepur, 24 pgs (N), যোগাযোগ : 9231530113, 8981060950

৯। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech, সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9231530113

১০। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১১। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭$^{+}$ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১২। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, সরকারী সংস্থার অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা- , শিক্ষা- BBE, LLB, যোগাযোগ : 8777638778 / 9810344356

১৩। **পাত্রী :** MA (Geog), Hooghly (ব্যান্ডেল) উচ্চতা- , 26 yrs, যোগাযোগ : 9831878247

১৪। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ। কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8334870803

১৫। **পাত্রী :** বয়স ৩০, উচ্চতা , শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies, বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। যোগাযোগ : 9231439779।

১৬। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা- , শিক্ষা- BBA (বেসরকারি সংস্থায় Asst. Manager), যোগাযোগ : 8981713184/8902863472।

১৭। **পাত্রী :** MA, B.Ed, Siliguri, বয়স 30 years, যোগাযোগ : 947558546

১৮। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা- , বয়স 27 yrs, Ichapur, যোগাযোগ : 9433242569

১৯। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা- , বয়স 25 yrs. Entally, যোগাযোগ : 9748908551, 9846425320

২০। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা- , শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। যোগাযোগ : 9000666084 / 9163934609।

২১। **পাত্র :** রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩৪, শিক্ষা স্নাতক, পঃবঃ পুলিশে কর্মরত। যোগাযোগ : 8910211855 / 8777795707।

২২। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., B.Ed., বয়স 24 yrs. উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9231385090।

২৩। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স 31 yrs. উচ্চতা- , বেসরকারী স্কুলের শিক্ষিকা, যোগাযোগ : 9609841547।

২৪। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স 27 yrs. উচ্চতা- , উজ্জ্বল বর্ণ, যোগাযোগ : 9477673563।

২৫। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স 29 yrs. উচ্চতা- , কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, যোগাযোগ : 9874639662।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

● বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভার পরমপূজ্য উপসংঘরাজ ভদন্ত অগ্রবংশ মহাস্থবির বিগত ২৩শে নভেম্বর ২০২০ পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের ''মছদিয়া জ্ঞানবিকাশ বিহার''-এর অধ্যক্ষ/বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রের এই প্রাজ্ঞা ভিক্ষুর সমাজ গঠনে এক উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ''রুদুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়'' প্রতিষ্ঠা। আমরা All India Federation of Bengali Buddhists-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করছি।

● বুদ্ধগয়া—''বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার''-এর উপাধ্যক্ষ শ্রীমৎ করুণাজ্যোতি থের বিগত ২৮শে নভেম্বর ২০২০ পাটনার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃদুভাষী, কর্মকুশলী, সদালাপী এই তরুন ভিক্ষুর প্রয়ানে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হল। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রয়াত ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

● ভারত-বাংলা উপমহাদেশের সুপরিচিত ''বৌদ্ধ বাউল'' মুক্তি বিকাশ বড়ুয়া বিগত ১০ই নভেম্বর ২০২০ বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাউল সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে তিনি আজীবন বুদ্ধবানী পরিবেশন করেছেন বৃহত্তর সমাজের কাছে। তিনি ছিলেন পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের একান্ত অনুরাগী এবং আমাদের সংগঠনের বরিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। তাঁর প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রে ৩৬-তম কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপন

মধ্য কোলকাতাস্থ ''বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র''-এর আবাসিক ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসের সমাপনে কেন্দ্রের বিহার প্রাঙ্গনে পবিত্র কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপিত হল বিগত ১৮ই অক্টোবর ২০২০ (রবিবার)। বিশ্ববৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তি কামনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। Covid-19 মহামারি জনিত কারণে এবারের অনুষ্ঠানে সরকার নির্দেশিত সকল প্রকার সুরক্ষা বিধি যথাযথ ভাবে পালন করা হয়। এজন্য এবারের অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সকালবেলাতেই অষ্ট-পরিস্কারসহ সংঘদান এবং চীবরদান উৎসব পর্ব সম্পূর্ণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক ''Archaeological Survey of India''-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''The Bodh Gaya Temple Act''—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

রুরেন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। পূজনীয় মহাস্থবির তাঁর বক্তব্যে বারবার ফুটে তুলেছিল উঠেছিল শীল পালন এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পরমপূজ্য সংঘরাজ অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল মহাস্থবির। শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ ভান্তে চীবর দানের মহাত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে দূরাগত উপাসক/উপাসিকাবৃন্দদের অনুষ্ঠানে সরাসরি যুক্ত হওয়ার জন্য ''Pottery Road Buddhist Monastery'' ফেসবুক পেজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রী ধর্মরাজিকা চৈত্য বিহারের শততম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

আধুনিক ভারতে প্রথম বুদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতা শহরের কলেজ স্কোয়ারে। ১৯২০ সালের ২৬শে নভেম্বর মধ্যকোলকাতাস্থ কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব প্রান্তে মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা পায় "শ্রী ধর্মরাজিকা চৈত্য বিহার"। মহাবোধি সোসাইটির প্রাণপুরুষ বোধিসত্ত্ব অনাগারিক ধর্মপালের অদম্য প্রয়াস এবং সুদূর আমেরিকার বুদ্ধ উপাসিকা মেরি ফস্টারের আন্তরিক আগ্রহে এই বিহার বুদ্ধচর্চার প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রকাশ পায়। মহামারি জনিত পরিস্থিতির মধ্যেও বিগত ২৬শে নভেম্বর ২০২০ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটিকে স্মরণ করা হয়। সমবেত প্রার্থনা, ধর্মালোচনা এবং আনাপান ভাবনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলকে এক অনাবিল আনন্দ দান করে। মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ সীবলী থের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে বিগত ৩০শে নভেম্বর অনাগারিক ধর্মপালের লেখা ''The History of the Maha Bodhi Temple of Buddha Gaya'' বইটির পুনমুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আগামী এক বছর যাবৎ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে "শ্রী ধর্মরাজিকা চৈত্য বিহারের" শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সকলকে অবগত করেন।

সংবাদ একনজরে

● পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বাংলাভাষী বৌদ্ধদের সকল সংগঠনের মাননীয় আধিকারিকদের অবগত করা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রকাশিত ৬ই মার্চ ২০২০ তারিখের ১১৫৭-এফ(ওয়াই) নম্বর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ষাট (৬০) বছর এবং ততোধিক বয়সী তপশিলী উপজাতি (Scheduled Tribe-ST) সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রতিমাসে এক হাজার (১০০০/-) টাকা অবসরকালীন ভাতা পাওয়ার জন্য শর্ত সাপেক্ষে বিবেচিত হবেন। সুবিধার্থে সরকারি বিজ্ঞপ্তির বিভিন্ন তথ্য নিম্নে দেওয়া হল;

১. **প্রকল্পের নাম ঃ** জয় জোহার (JAI JOHAR)

২. এই প্রকল্পের আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।

৩. এই প্রকল্পের ভাতা/পেনশন প্রাপকের বয়স ০১/০১/২০২০ অনুযায়ী ৬০ বছর বা তার বেশি হতে হবে।

৪. এই প্রকল্পের আবেদনকারীকে তপশিলী উপজাতি (Scheduled Tribe-ST) সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে।

৫. এই প্রকল্পের আবেদনকারী অন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভাতা/পেনশন স্কিম, সরকারি পেনশন স্কিম অথবা অন্য কোন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেনশন এর সুবিধাভোগী হলে এই প্রকল্পের সবিধা পাবেন না।

৬. **প্রয়োজনীয় নথি ঃ** পরিচয়ের প্রমান, ঠিকানার প্রমাণ, বয়সের প্রমাণ, ব্যাঙ্ক পাস্ বই, তপশিলী উপজাতি (ST) শংসাপত্র।

৭. **আবেদন পদ্ধতি ঃ** অনলাইন আবেদন করতে হলে www.jaibangla.wb.gov.in এই ওয়েবসাইট দেখুন। অথবা অফলাইনে ফর্ম ফিলাপ করতে চাইলে ফর্ম সংগ্রহের জন্য আমাদের সংগঠনের সদস্য শ্রী নবারুণ বড়ুয়া'র সঙ্গে ৮০১৩৩২৪৮৪৫ এই নাম্বারে যোগযোগ করুন।

৮. **অফলাইনে ফর্ম জমা দেওয়ার ঠিকানা ঃ** গ্রামীন এলাকার জন্য BDO অফিস, পৌরসভা ও কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বহির্ভূত এলাকার জন্য SDO অফিস এবং কলকাতা কর্পোরেশনের জন্য Commissioner অফিস।

উপরিউক্ত বিষয়ে প্রয়োজন সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি সংগঠনের অফিসে (পটারী রোড) অথবা কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রী নবারুণ বড়ুয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ (৮০১৩৩২৪৮৪৫) করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ- যে সকল ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত তপশিলী উপজাতি (ST) শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেননি তারা অবশ্যই আবেদন করুন। এই শংসাপত্র থাকলে আপনি বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। এই বিষয়ে (শংসাপত্র) যেকোনো অসুবিধা সম্মুখীন হলে আমাদের All India Federation of Bengali Buddhists (www.aifbb.org) সংগঠনের কার্যালয়ে (পটারী রোড) যোগাযোগ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে,

ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া (সাধারণ সম্পাদক)
All India Federation of Bengali Buddhists

সময়ের পরিহাস

সংগীতা

আজ আমরা পরাধীন
স্বাধীন এই দেশে,
সকলে যেন রয়েছি এক
অজানা মরূদেশে,
কোনদিকে নেইকো
মানুষের ছড়াছড়ি
রয়েছে সকলে—
করে একে অপরকে ছাড়াছাড়ি,
এমন করে থাকা আমাদের
বেঁচে থাকার জন্য
খেয়ে বাঁচার থেকেও যেন
এখন প্রাণে বাঁচার লড়াই বড়,
হয়েছে সকলে নির্বাক মুখোশধারী
যেন ভিন্ন দেশের ভিন্ন নরনারী।

প্রয়াত পিতামহ ক্ষীরোদ মোহন বড়ুয়া
এবং
মাতামহী মণি বড়ুয়া'র স্মৃতিতে
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রী নবারুণ বড়ুয়া (পৌত্র)
রামপুর বড়ুয়া পাড়া, সন্তোষপুর, মহেশতলা,
কলকাতা-৭০০ ১৪১

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত